মেহেরপুর পৌর সভায় আওয়ামীলীগের এক বিদ্রোহীসহ মেয়র পদে ৪ প্রার্থী

মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র পদে আওয়ামীলীগের একজন বিদ্রোহীসহ ৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এরা হলেন বর্তমান মেয়র ও আওয়ামীলীগ প্রার্থী মাহহফুজুর রহমান রিটন, বিদ্রোহী প্রার্থী জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ও স্বতন্ত্র প্রার্থী কাওছার আলী।

এছাড়া সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৩৫ জন ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৪৬ প্রার্থী তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।
অপরদিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, বারাদী, পিরোজপুর ও শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে ২৬ জন, সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ৫৩ জন ও সাধারণ সদস্য (মেম্বর) পদের ১৯১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ছিল মনোনয়ন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে এসব প্রার্থীরা স্ব স্ব কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার আবু আনাসার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আগামী ১৫ জন মেহেরপুর পৌরসভাসহ এই চারটি ইউনিয়নের ভোট অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই প্রথম নব গঠিত শ্যামপুর ও বারাদী ই্উনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হবে।

মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন ১৫

জুন (ভিডিও)

মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ জুন।

সোমবার (২৫ এপ্রিল) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কমিশনের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। কমিশন বৈঠক শেষে ইসি সচিব হুমায়ুন কবীর খন্দকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, এক তফশিলে হবে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন, মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৬টি পৌরসভা ও ১৩৫ টি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ১৭ মে, বাছাই ১৯ মে, আপিল দায়ের ২০, ২১ ও ২২ মে। আপিল নিষ্পত্তি ২৩, ২৪ ও ২৫ মে। এ ছাড়া প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৫ মে, প্রতীক বরাদ্দ ২৭ মে এবং ভোট গ্রহণ ১৫ জুন।

একসঙ্গে ৬টি পৌরসভা, একটি উপজেলা ও ১৩৫টি ইউনিয়নে একই দিনে ভোট হবে। সবগুলো ভোট ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) হবে। যে সকল পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো হলো, মেহেরপুর পৌরসভা, ঝিনাইদহ পৌরসভা, মকসুদপুর পৌরসভা, গোপালগঞ্জ পৌরসভা, সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌরসভা এবং রাঙামাটির বাঘাইছড়ি পৌরসভা। তবে মেহেরপুরের কোন ইউনিয়ন এ তপশিলে আছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি।

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেম্বর মুকুল আর নেই

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেম্বর ও বড়বাজারের বিল্লাল হোসেন মাস্টারের ছেলে নকিব হেলালী মুকুল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ শনিবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

মেহেরপুরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ

মেহেরপুর বড়বাজার প্রধান সড়কে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে ভবন নির্মাণের কাজ। এছাড়াও নেওয়া হয়নি পৌরসভা থেকে নকশার অনুমোদন। অভিযোগ রয়েছে আদালত, প্রশাসন ও পৌরসভার নির্দেশনাকে বৃদ্ধাআঙ্গুল দেখিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার প্রত্যক্ষ মদদে ও লোকবল দিয়ে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এমন অভিযোগ তুলে বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন ইমরান হেলালী প্রিন্স নামের এক বিচারপ্রার্থী।

ইমরান হেলালী প্রিন্স লিখিত অভিযোগে বলেন, মেহেরপুর বড় বাজার প্রধান সড়কে অবস্থিত আমাদের স্বত্ব দখলীয় জমির মধ্যে থেকে এস এ ১৭৯১ নং দাগের এক শতক জমি আমার দাদা মৃত রফিকুল ইসলাম বাবলুর নিকট বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে বাবলু রেকর্ড অফিসের কর্মচারীগণের সাথে যোগসাজসে এক শতক জমির স্থলে এক শতক ৪৪ পয়েন্ট জমি নিজ নামে রেকর্ড করে নেন। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দখলের উদ্দেশ্যে আমার পয়েন্ট ৪৪ শতক জমির পিছনে আমার অন্য শরীকের নিকট হতে বাবলু আরো এক শতক জমি ক্রয় করেন। সেখানে আমার ৪৪ শতক জমি দখল করার উদ্দেশ্যে সেখানে ভবন নির্মাণ শুরু করেন। এ বিষয়ে আমি আদালতে মামলা করলে বিচারক ভবন নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে পেশিশক্তি ব্যবহার করে আবারো নির্মাণ কাজ শুরু করে। আমি আমার শরীকগণকে নিয়ে তাদের অবৈধ কাজে বাধা দিতে গেলে তারা আমার উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করলে আমি প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাই। এরপর থেকে মাসকুরা বেগম ও তাদের লোকজন আমার পরিবারের সদস্যদের নানা প্রকার হুমকি দিচ্ছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মাসকুরা বেগমের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম জানান, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তা মিথ্যা।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, জমির নিয়ে আদালতে মামলা চলমান, সেহিসাবে আমাদের কিছু করণীয় নেই। দুজনই আমাদের সমিতির সদস্য। সে হিসাবে আদালতে নিষ্পত্তি হলেই ভবন নির্মাণ করা উচিত।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, পৌরসভা থেকে মৌখিক ও লিখিতভাবে বললেও তারা কোন কর্ণপাত করেনি। তারা রাতের আধারে বা বন্ধের দিন সুযোগ বুঝে চুরি করে অল্প অল্প করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভবনের নকশা অনুমোদনের বিষয়ে তিনি বলেন, ভবন নির্মাণে পৌরসভা থেকে তাদের কোন অনুমোদন দেওয়া হয়নি। যেহেতু জমিতে মামলা চলছে তাই মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পৌরসভা ওই জমিতে নকশার অনুমোদন দিতে পারে না। নকশা অনুমোদন ছাড়া ভবন নির্মাণ হলে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে ময়লা আবর্জনা ও পয়:বর্জ্য থেকে তৈরি হবে জৈব সার

মেহেরপুর শহর এখন থেকে পরিস্কার থাকবে। কোন সড়কে, এমনকি কারো বাড়ির সামনে কোন ধরণের ময়লা আবর্জনা থাকবেনা। সেই সব ময়লা আবর্জনা পৌরসভার গাড়িতে করে নিয়ে এসে ফেলা হবে ডাম্পিংয়ে। বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সেই আবজর্নাগুলো পরবর্তিতে জৈব সারে রুপান্তরিত হবে যা এলাকার কৃষি কাজে ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে পয়:বজ্যর জন্য শোধনাগার করা হয়েছে। সেখানেও এগুলো ফেলা হবে। সেখান থেকেও জৈব সার উৎপাদন হবে।

মেহেরপুরে মুজিববর্ষ উপলক্ষে পরিচ্ছন্ন শহর উপহার দিতে চাই-মাহফুজুর রহমান রিটন

মুজিববর্ষে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ উপহার দেয়ার কথা উল্লেখ করে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেছেন, ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ শে মার্চ পর্যন্ত সময়টাকে মুজিব বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই মুজিববর্ষ কে সামনে রেখে আমরা পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আগামী বছরের শুরুতেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুর পৌর চত্তরে মুজিববর্ষে পরিস্কার পরিছন্নতা অভিযান কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুর শহরের প্রতিটি রাস্তা ড্রেনসহ সর্বত্র পরিছন্নতা নিশ্চিত করা হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে- সর্বসাধারণের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দৈনন্দিন অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি এ বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করা।

আমাদের স্লোগান-পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন ইউনিয়ন, পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ড-পরিচ্ছন্ন শহর, পরিচ্ছন্ন উপজেলা-পরিচ্ছন্ন জেলা।

এ অভিযানের মধ্যে রয়েছে, মশার বংশবিস্তার রোধে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলুন, পথচারীরা রাস্তা ও ফুটপাত পরিষ্কার রাখার জন্য ডাস্টবিন ব্যবহার করুন, কুরবানী পশুর বর্জ্য নির্ধারিত স্থানে ফেলুন, বাড়ি-ঘর রঙ করুন এবং সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলুন, নিজে ভালো থাকুন এবং অপরকেও ভালো থাকতে উৎসাহিত করুন। আসুন আমরা সবাই মিলে স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন মেহেরপুর শহরকে গড়ে তুলি।

এ সময় প্রকৌশলী হারুন অর রশিদ, পৌর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কাউন্সিলর আল মামুন, ইভান রাব্বি, বাপ্পি, আলাপনা খাতুন, হামিদা খাতুন সহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

আরও এক প্রতিবেশি আবু সাইদ জানান, আমার বাড়ির পাশে জলবদ্ধতা যে কারণে প্রচুর পুকা মাকড়ের উৎপত্তি হচ্ছে। বিশেষ করে আমার ছোট মেয়ে আছে তার জন্য মসার হাত থেকে বাঁচাতে ছোট মশারীও কিনে এনেছি, তার পরেও মশার হাত থেকে আমার বাচ্চাকে রক্ষা করতে পারছি না। তার চাইতেও বড় কথা আমার প্রতিবেশি আব্দুর রাজ্জাক ভাই কিন্তু তার পরিবারসহ আমার বাড়ির ছাদ দিয়ে চলাচল করে। কারণ যখন উনি অফিসে যায় তখন তো আর হাটু পানির ভিতর দিয়ে আসতে পারে না তাই আমার বাড়ির ছাদ দিয়ে চলাফেরা করে।

এ ব্যাপারে ২নং নাম্বার ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, বিষয়টি এর আগেও আমাকে জানানো হয়েছে। আগামীকাল আব্দুর রাজ্জাকের জলাবদ্ধতার ভোগান্তির ব্যাপারটি নিয়ে কাজ শুরু করব। প্রথমে রাস্তার পাশে যে ড্রেন ব্যবস্থা আছে সেটা পরিষ্কার করাবো তারপরও যদি পানি নিষ্কাশন না হয়, তবে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অবহেলিত মেহেরপুর সুইপার কলোনির বাসিন্দারা !

ভালো নেই মেহেরপুরের সুইপার কলোনির বাসিন্দারা। পৌরসভার ৩৬’শ টাকা বেতনে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছে তারা। কেউ কেউ আবার ভাড়া বাড়িতে থাকায় বেতনের সব অংশই চলে যায় বাড়ি ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিলে। বউ-বাচ্চাসহ স্বপরিবারে থাকতে হচ্ছে একটি ঘরেই। প্রায় ২’শ জনের জন্য মাত্র ৪টি টয়লেট। এছাড়াও নেই গোসলের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা। খাওয়া, রান্না, গোসল সব কিছুই যেন এক কক্ষেই। পৌরসভার জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্ব বদল হলেও বদল হয়নি সুইপার কলোনির বাসিন্দাদের ভাগ্য। প্রতিশ্রুতির কোনটাই পুরন করেনি জনপ্রতিনিধিরা। সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৮০ ভাগ কোটা বরাদ্দ থাকলেও কপালে জুটছে না চাকরি।

সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, শতবর্ষি এই সুইপার কলোনিতে বসবাস করে ৫০ পরিবারের প্রায় দুই শতাধিক সদস্য। এদের মধ্যে ১৩৫ জন পৌরসভার

করতে হয়। আমাদের কেউ মারা গেলে লাশ শৎকার করার জায়গাটাও নির্দিষ্ট না। সামান্য একটু জায়গা আছে সেখানে যাওয়ার রাস্তা নেই।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমরা ইতিমধ্যে দলিত শ্রেনীর লোকজনের জন্য একটি স্কুল ও ৫ তলা বিশিষ্ট ভবনের জন্য প্রকল্প তৈরি করেছি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজটি বস্তাবয়িত হবে।

এছাড়াও সার্বক্ষনিক পৌরসভার পক্ষ থেকে তাদেও খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। আমরা তাদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি করেছি যাতে সুইপার কলোনির লোকজনের বিপদে আপদে সেখান থেকে তারা আর্থিক সহযোগীতা পায়। এছাড়াও আমি মেয়র হওয়ার পর তাদের বেতন বাড়িয়েছি। আগামীতে আরও বৃদ্ধি করা হবে।

মেহেরপুর পৌর সড়কে গরু, বেওয়ারিশ না ওয়ারিশ?

মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন সড়কে গৃহপালিত গরুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ পৌরবাসী। দিনের বেলায় দুই একটা চোখে পড়লেও রাত হলেই বেড়ে যায় এদের আনাগোনা। এতে পথচারী সহ চলাচলে পৌরবাসিরা পড়ছেন বিড়ম্বনায়।

গরুর অবাধ বিচরণে শহরের রাস্তা গুলো হচ্ছে নোংরা। মেহেরপুর শহরের অলিগলি ও প্রধান সড়কে ঘরে দেখা যায় প্রায় ৫০টির মত গরু গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সাথে বাড়ির সামনে পড়ে থাকা ময়লা আবর্জনা গুলোর মধ্যে খাবারের সন্ধানে রাস্তায় ছিটিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে পৌরসভার পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নিলেও কার্যকর করা হয়নি।

মেহেরপুর শহরের কোর্ট মোড়ের দোকানদার কামরুল হাসান জানান, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দোকানের সামনে ময়লা আবর্জনা গুলো গুছিয়ে রাখি। রাত হলেই সেগুলোকে কয়েকটা গরু এসে ছিটিয়ে দিয়ে যায়।

চা দোকানি সবুজ বলেন, প্রধান সড়কে অবাধে কয়েকটি গরু প্রতিনিয়ত চলাফেরা করে। এতে যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করে পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।

বড় বাজার ব্যবসায়ী হিরক বলেন, গত বৃহস্পতিবার আমাদের পাশের একটি নর্দমাতে একটি গাভী পড়ে যায়। গরুর মালিকের কোন খোঁজ না পেয়ে ফায়ার সর্ভিসকে খবর দিই। তারা আসতে না চাইলে আমরা স্থানীয় কয়েকজন ঘন্টা খানেক চেষ্টার পর গরুটি উদ্ধার করি। আর কিছুক্ষণ নর্দমায় থাকলে হয়তো মারা যেত। পরে সন্ধ্যার দিকে মালিক এসে গাভী নিয়ে গেলো।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের দেহরক্ষী লিখন জানান, মেহেরপুর শহরে প্রতিনিয়ত প্রায় ৫০-৬০ গরু অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে ভীষণ পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। আমরা বেশ কয়েকবার কয়েকটি গরু ধরে আকটে রেখেছিলাম। তিন চার দিন পর মালিকের খোঁজ হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদেরকেই খাবার দিতে হয়েছে। মালিকদের কড়া ভাবে বলেও কোন লাভ হয়নি।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, শহরে যেসব গরু গুলো ঘুরে বেড়ায় এই গরু গুলোকে বেশ কয়েকবার আমরা আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু মালিক পক্ষ থেকে মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। বারবার বলা পরেও তারা মানছে না। দুই একদিন ঠিক থাকলেও পরে আবার তারা রাস্তায় ছেড়ে দেয়।

আমরা ইতোমধ্যে গরুর বিষয়ে মাইকিং করেছি। যদি এরপরও না হয় তবে আমরা পৌরসভার পক্ষ থেকে খোয়াড়ের ব্যবস্থা করবো। যাতে গরু আটকের পর জরিমানা দিয়ে মালিককে ছাড়াতে হয়। পৌরসভাকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতেই আমরা এই পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়ন করবো।

মেহেরপুর পৌরসভার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে এাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছি।

তিনি আরও বলেন, যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন পেনেল মেয়র শাহিনুজ্জামান রিটন, ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রিপন, এছাড়া যুবলীগ নেতাকর্মী।